ঝিনাইদহে ৩শ টাকার মরিচ এখন ২৫ টাকা

ঝিনাইদহে হটাৎ করেই কাঁচা মরিচের দর পতন হয়েছে। ৩ সপ্তাহ আগেও প্রতি কেজি মরিচ ৩’শ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। অথচ সেই মরিচ এখন বাজারে ২৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মরিচের ভরা মৌসুমে দর পতনে কৃষকেরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

কৃষকেরা জানান, এখন প্রতি কেজি মরিচ জমি থেকে উঠাতে খরচ হচ্ছে ১০ টাকা আর বাজারে পাইকারী বিক্রি হচ্ছে রকম ভেদে ২৫ টাকা। আর খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২৮-৩০ টাকা দরে।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর জেলায় এক হাজার ৭’শ ২৪ হেক্টর জমিতে মরিচ চাষ হয়েছে। সদর উপজেলার চন্ডিপুরের মরিচ চাষি মিজানুর রহমান বলেন, মরিচ চাষের জন্য সার কিনতে গেলে চাহিদা মত পাওয়া যাচ্ছে না, আবার পাওয়া গেলেও দাম বেশি। আবার কীটনাশকের দাম বেড়েছে কয়েক গুন। সবমিলিয়ে এই দামে তাদের লোকসানের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে।

সরজমিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজার গোপালপুর, গান্না, কোটচাঁদপুর উপজেলার সাব্দারপুর বাজারে দেখা যায়, প্রতি কেজি মরিচ পাইকারি ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্যাবসায়িরা জানান, তারা প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী মরিচ কিনে থাকেন। কিন্তু বাজারে চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণ মরিচ আসছে। তাই দাম কম বেশি হচ্ছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলার সাব্দারপুর বাজারে মরিচ বিক্রি করতে আসা সোনা মল্লিক বলেন, তিনি দুই বিঘা জমিতে নাবি মরিচ করেছেন। ভালো মরিচ ধরেছে। মরিচ তুলতে ১০ টাকা প্রতি কেজি জোন খরচ পড়ছে। বাজারে আনতে পরিবহন খরচ ও খাজনাসহ নানাভাবে খরচের পর টাকা পাই। এই দামে খরচের টাকাই উঠছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আজগর আলী বলেন, বর্তমান নতুন গাছে মরিচ আসছে। উৎপাদন ভালো হচ্ছে, যে কারণে দাম কিছুটা কম।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ। আর ছেড়ে গেলেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন। বুধবার সকালে এ দায়িত্বভার গ্রহন করেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, পদোন্নতি পেয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি আগেই অফিসিয়াল কার্যক্রম শেষ করলেও বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব ছেড়েছেন। অন্যদিকে নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন খান মাসুম বিল্লাহ। তিনি খুলনা কমিশনার কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

সকালে যোগদানের পর থেকে উপজেলায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি।

কোটচাঁদপুরের ভিক্ষুক মামুনের আত্নত্যাগ

নিজের ভিক্ষার টাকা, অন্য ভিক্ষুককের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন শারিরীক প্রতিবন্দী ভিক্ষুক মামুন হোসেন । বুধবার সকালে এ দৃশ্যটি দেখা যায় কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের এক চায়ের দোকানে।

জানা যায়, কয়েকদিনের গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে মানুষের কাজ কর্ম ব্যহত

হচ্ছে। এরপরও আয় রোজগার করতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেকে।

এদের মধ্যে দেখা যায় দুই জন ভিক্ষুককে। এদের ১ জন বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন (৭০),আরেকজন শারিরীক প্রতিবন্দী মামুন হোসেন ।

মামুন বাসে ভিক্ষা করে,আর রাহেলা কোটচাঁদপুর শহরের দোকান আর বাসা বাড়িতে।

বুধবার সকাল ৯ টা। মামুন বসে আছেন কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের বাস কাউন্টারের পাশের চায়ের দোকানে। হঠাৎ ওখানে এসে পৌছাল বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন(৭০)।

তিনিও ভিক্ষা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও সকালে তিনি বাড়ি থেকে বের হন ভিক্ষার জন্য। তবে তাতে বাদ সাদেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তাঁর গায়ের কাপড়ের অধিকাংশ ছিল ভেজা। তিনিও বসলেন ভিক্ষুক মামুনের পাশে। এর কিছুক্ষন পর আলাপ চারিতা করতে দেখা যায় ওই দুই জনের মধ্যে।

একপর্যায়ে মামুন তাঁর পকেট থেকে টাকা বের করে হাত বাড়িয়ে দেন রাহেলার দিকে। নিতে বলেন টাকা গুলো। রাহেলা টাকাটা হাতে নেন।

এ দিকে এ দৃশ্য দেখেন স্থানীয় অনেকে। হতবাক হন মামুনের এ আত্মত্যাগ দেখে। মামুন কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে মামুন দ্বিতীয় ছেলে। মামুন বলেন,জন্ম থেকে আমি প্রতিবন্দী ছিলাম না। ছোট বেলায় পোলিও হওয়ায় আমি প্রতিবন্দী হয়েছি। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষা বৃক্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। এ ছাড়া সরকার থেকে প্রতিবন্দী ভাতাও পেয়ে থাকি,তবে সেটা আমার পিতা নিয়ে খরচ করেন। চাইতে গেলে গোলযোগ করেন আমার সঙ্গে। এ কারনে ভিক্ষার টাকা নিয়ে গিয়ে আমি বাক্সে রাখি।

তিনি বলেন,প্রতিনিয়ত আমি বাসে ভিক্ষা করি। এতে আমার আয় রোজগার খারাপ হয় না। এ কারনে মায়ের বয়সের বৃদ্ধাকে ভিজা অবস্থায় দেখে আমার কস্টো লেগেছিলা।

তিনি আমাকে বলেছিল বৃষ্টির কারনে আজ কোন ভিক্ষা হয়নি। এ কারনে আমার ভিক্ষা করা কিছু টাকা তাকে দিয়েছি। মামুন বলেন,আমি প্রতিবন্দী হলেও বাসে গেলেই ভিক্ষা পাচ্ছি। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায়

ওনি তো কোথায় যেতে পারছে না। তাই কিছুটা দিয়ে সহায়তা করলাম।

জানা গেছে,ইতোমধ্যে মামুন বিয়ে করেছেন। সংসার জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

এদিকে খোজ নিয়ে জানা গেছে, রাহেলা খাতুন কোটচাঁদপুর উপজেলার মুরুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর হল স্বামী মারা গেছেন। রেখে গেছেন দুইটি সন্তান। যার একটি মেয়ে। আরেকটি ছেলে। এদের দুই জনই প্রতিবন্দী বলে নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন। তিনি বলেন,রাহেলার শুধু মাত্র ভিটে মাটি আছে। আর দুটি সন্তানই তাঁর প্রতিবন্দী। তবে তারা সরকারি ভাতার আওতায় রয়েছেন। আর বাকিটা জোগাড় হয় তাঁর ভিক্ষার টাকায়।

কোটচাঁদপুর পৌর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একাডেমিক স্বীকৃতি অনিশ্চিয়তা

কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিও শর্ত পূরনে ব্যর্থ হওয়ায় এবারও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে এেকিাডমিক স্বীকৃতি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ প্রায় একযুগ থেকে এ অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

এ নিয়ে এরই মেধ্য শিক্ষার্বোড কর্র্তৃক কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না ব্যখ্যা চেয়েছে। ফলে এক দিকে এ বিভাগের শিক্ষক-কর্মচারিরা হতাশার মধ্যে পড়লেও অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর সরকারের কোটি টাকা পানিতে ডুবিয়েও তারা বেপরোয়া।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এ কলেজটিতে বিজ্ঞান শাখায় বিগত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে ৬জন, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জন, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ১ জন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ২ জন,

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ০ জন,ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এমতাস্থায় গত দু’বছর আগেও যশোর শিক্ষাবোর্ড কলেজটিকে একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে সর্তক করে বলেছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কাম্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে আগামী শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ নবায়ন করা হবে না।

সুত্র জানায়, এর আগে ২০১৬ সালে প্রদত্ত একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ি শর্ত পুরন করতে না পারায় একই ভাবে কৈফিয়তের মুখে পড়ে কলেজটি। শেষ পযর্ন্ত নাকি অনৈতিক ভাবে টাকা দিয়ে নবায়ন করতে হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ৩ বছরের জন্য অর্থ্যাৎ ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষ পযর্ন্ত প্রদত্ত বিজ্ঞান শাখার একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে আগামী শিক্ষাবর্ষ হতে অর্থ্যাৎ ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের পর বিজ্ঞান শাখায় কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ইতোমধ্য কিছু কলেজে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি পত্রে নির্দেশনা অনুযায়ি তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। তবে বাস্তবতায় শিক্ষাবোর্ড কি করে তা জানার বিষয়। এরই মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার একাডেমিক স্বীকৃতি গ্রহনের জন্য দৌড় ঝাপ চালিয়ে যচ্ছেন কোটচাঁদপুর পৌর কলেজ অধ্যক্ষ। কিন্তু তা কি অন্য বারের মতো শুধু গতানুগতিকতার নিয়মেই স্বীকৃতি মিলে যাবে নাকি কাঠখড়ি পোড়াতে হবে সে প্রশ্নও রয়েছে। তবে একাডেমিক স্বীকৃতি নিয়ে যেন তেমন মাথা ব্যাথা নেই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের। তারা এখন পদোন্নতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছেন শিক্ষার্বোড স্বীকৃতিতো দেবেই।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে,বিজ্ঞান শাখায় যখন এ করুন হাল এবং সরকারের লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে গচ্চা যাচ্ছে,এর মধ্যেও থেমে নেই কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা ইতোমধ্যে এই শাখার জন্যে অনর্থক ২জন ল্যাব: সহকারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী সংকটে অচলাবস্থার মধ্যেও কলেজটিতে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা। বিজ্ঞান বিভাগের মানোন্নয়নে ও শিক্ষাার্থীদের প্রতি মনোযোগের পরিবর্তে পদোন্নতি নিয়ে ব্যস্ততার কারনে এলাকার অভিভাবকদেও মধ্যে চলছে নানা সমালোচনাও।

একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বার

বার ব্যর্থ হয়েও নতুন করে একাডেমিক স্বীকৃতি কিভাবে পাচ্ছে কলেজ গুলো যেমনটি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজেও দেখা গেছে। তাহলে বিষয়টি গতানুগতিক ধারায় চলছে কিনা? এ প্রসঙ্গে যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আহসান হাবিব এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি বলেন কোন ভাবেই গতানুগতিকতা নেই। আসলে অনেক সময় কলেজ শিক্ষকরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নানা সমস্যার কথা বলে এবং শর্ত পূরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বার বার তো সে সুযোগ দেয়া যায় না। আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর সব কিছুই যথাযথ সতর্কতার সাথেই চেস্টা করছি।

কলেজ শাখার পরিদর্শক একে রব্বানি বলেন, আসলে আমরা এর আগে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের এবং একবার অন্তত ৫০জন অধ্যক্ষের আবেদন নিবেদনর প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনা করে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়েছি। তবে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির শর্ত পুরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ২০২০ সালে অনেক কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে। তবে কলেজ একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্বীকৃতি বন্ধের কথা বলা হলেও তিনি বিষয়টি জ্ঞ্যত নয় বলে জানান। এরই মধ্যে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজসহ কিছু কলেজকে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে না পারার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংকের ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংক, ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন করেছেন। সোমবার সকালে পৌর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এ শাখার উদ্ভোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও ঝিনাইদহের শাখা প্রধান কাজী শিহাবুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক ও খুলনা অঞ্চল প্রধান আরিফুর

রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও খুলনা শাখার প্রধান সালা্হউদ্দিন পিডিপির কোটচাঁদপুরের আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদ, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন পূর্বালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মারুফ হোসেন, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপশাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মোহাম্মদ আলী, সেলিম কায়সার,শিক্ষক আব্দুল আজিজ, প্রেসক্লাব সভাপতি নজরুল ইসলাম, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ি সাইফুর রহমান,মেহেদি হাসান বুলবুল।

কোটচাঁদপুর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অভিযোগ উঠেছে অনিয়মের। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কেটে নেয়া হয়েছে ভ্যাট আর আয়করের নাম করে, এমন অভিযোগ ও রয়েছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। এরপরও কাজ ভাল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,২০২১- ২২ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাইনর মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেন সরকার। এ বছর এর আওতায় উপজেলার ১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে রঘুনাতপুর, কুল্লাগাছা, মানিকদিয়া, ছয়খাদা, শালকুপা, রাজাপুর, পারলাট, আব্দুররাজ্জাক, বাজেবামনদহ, হাড়াডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর, বলাবাড়িয়া, চাঁদপাড়া, দূবাকুন্ড, কামারকুন্ড, চতুরপুর, ব্রক্ষপুর, হরিণদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে । বিলও তুলেছেন অনেকে। এর একটি হচ্ছে রঘুনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবেদ হাসান। আর প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন

আবেদ হাসানের ভাই অমেদুল ইসলাম। এ দুই ভাই মিলে বিদ্যালয়ের মেরামত কাজের সিডিউল অনুযায়ী না করে তা ইচ্ছেমত সম্পন্ন করেছেন।

এমন অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য তাসলিমা খাতুনের। তিনি বলেন,থার্ড মাষ্টার যদি প্রধান শিক্ষক হন, তাহলে কাজ কেমন হবে। তিনি বলেন, কমিটি গঠনের পর মাত্র একটি মিটিংয়ে আমাকে ডেকে ছিল। আর কোন দিন ডাকেনি। আর বিদ্যালয়ে কখন কি হচ্ছে,তা আমি জানিনা। তবে অনিয়ম হচ্ছে এমন কথা শুনতে পাচ্ছি।

কাজ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছাত্র সজিব আহম্মেদ। তিনি বলেন,বরাদ্দকৃত অর্থের একাংশও কাজ হয়নি এ বিদ্যালয়ে। জানা মতে বিদ্যালয়ের ভবন রং ও জল ছাদের কাজ করেছেন তারা। সজিব বলেন,দেখলাম ভবনের জল ছাদ করার জন্য ২ ট্রলি বালি আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট আসতে। এতে করে সব মিলিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। বাকিটা যা হবার,তাই হয়েছে। একই অভিযোগ শালকুপা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সদস্য বৃথি ঘোষের। তিনি ও জানেন না বিদ্যালয়ের কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ এসেছে । আর কি কাজ হচ্ছে।

তিনি বলেন, আগে দুই একটা কাজের সময় আমাকে ডাকতো। এবার আমাকে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলেননি। এ বিষয়ে শালকুপা গ্রামের বাবুল আহম্মেদ ও আবুল খায়ের বলেন,দৃশ্যমান কাজের মধ্যে ভবনে রং,গ্রীল,আর পাম্প। তারা বলেন,কোন দিন কোথাওৃ রাতে রংয়ের কাজ করতে দেখিনি। এই স্কুলে দেখলাম রাতে রংয়ের কাজ করতে। বিকাল ৫ টার সময় আসতো রং মিস্ত্রি আর রাত ১২ টা পর্যন্ত কাজ করতো। তাহলে কাজ কেমন হয়েছে, এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন আমাদের।

এমন অভিযোগ প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কথা উঠেছে ওই কাজের ভ্যাট আর আয়করের টাকা নিয়ে। জানা গেছে,ভ্যাট আর আয়কর বাবদ কেটে নেয়া হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা।

যার প্রমান মিলেছে মানিক দিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলে। তিনি বলেন, মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এর মধ্যে ৪০ হাজার টাকা কেটে বাকি টাকার কাজ করা হয়েছে। একই কথা বলেন, ছয়খাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খাইরুল হোসেন।

তবে শালকুপা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহেনা খাতুন

বলেন,ভ্যাট আর আয়কর বাবদ আমাদের কাছ থেকে কেটেছেন ৩০ হাজার টাকা। তবে এ সব মানতে নারাজ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরন পাল। তিনি দাবি করেছেন কাজ সিডিউল অনুযায়ী হয়েছে। আর ভ্যাট আর আয়করের যে টাকা টাকার অভিযোগ উঠেছে এটা সঠিক না। কারন তাদের টাকা চেকের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। টাকা কেটে নেয়ার কোন সুযোগই নাই। তিনি বলেন,আমার জানা মতে হিসাবরক্ষণ অফিস ১০ শতাংশ ভ্যাট আর ৩.৫০ শতাংশ ভ্যাট আর আয়কর কাটছেন।

তবে সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, ওই কাজের টাকা থেকে ৭ শতাংশ ভ্যাট আর ৩ শতাংশ আয়করের টাকা কাটা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম বলেন, আমি ওই কাজের কারিগরি দিকটা দেখার দায়িত্বে রয়েছি। বিল দিবে শিক্ষা অফিস। কাজের মান ভাল হয়েছে বলে দেখে শুনে বিল দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন জানান, এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না। এখন জানলাম। শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ঘটনাটি কি ঘটেছে। এরপর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্ত কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

দীর্ঘ ১১ বছর পর ঝিনাইদহ পৌরসভায় ভোট

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আজ রোববার ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রায় সাড়ে ১১ বছর পর চলতি বছরের গত ১৫ জুন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপর হামলার অভিযোগে নৌকা প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।

দীর্ঘ আইনী জটিলতা কাটিয়ে শেষে উচ্চ আদালত দ্রুত নির্বাচন করার নির্দেশ দিলে নির্বাচন কমিশন ১১ সেপ্টম্বর ভোট গ্রহনের দিন ধার্য্য করে। নির্বাচনে মোট চারজন প্রার্থী মেয়রপদে

প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। এরা হলেন নৌকার প্রার্থী আব্দুল খালেক, স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল (নারিকেল গাছ), মিজানুর রহমান মাসুম (মোবাইল প্রতিক) ও ইশা আন্দোলনের মাওলানা সিরাজুল ইসলাম হাত পাখা নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। চার মেয়র প্রার্থীর তিনজনই আওয়ামী পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। এদিকে নির্বাচন উপলক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা ও নিরাপত্তা। র্যাব, পুলিশ ও আনসার সদস্যের পাশাপাশি ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ইভিএমে সুষ্ঠভাবে ভোট গ্রহনের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে একজন করে নির্বাচন অফিসার। ভোটের দিন ১৮ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্টেট গোটা পৌর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবেন।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ৯ সেপ্টম্বর মধ্য রাত থেকেই নির্বাহী ম্যজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে বিজিবি’র সদস্যরা পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় টহল দিচ্ছে। পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমানকে সন্ধ্যার পর অভিযান পরিচালনা করতে গেখে গেছে। সারা শহর নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের সকল ধরণের প্রচারনা বন্ধ থাকলেও রাতের আঁধারে মানুষের আনোগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রার্থীরা টাকার ব্যাগ নিয়ে পাড়া মহল্লায় প্রবেশ করছে এমন সব তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুস ছালেক জানান, ঝিনাইদহ পৌরসভায় মোট ভোটার ৮২ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪০ হাজার ৪৪৬ জন ও নারী ভোটার ৪২ হাজার ২৪৯ জন। ইভিএমে ভোট গ্রহণের জন্য ৪৭টি কেন্দ্র্র ও ২৬৫টি বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন, কাউন্সিলর পদে ৬৪ জন ও সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর পদে ১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে ১৮ জন নির্বাহী ও ৩ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন থাকবেন। আর ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩’শ ৫৫ জন পুলিশ ও ৮’শ ১ জন আনসার নিয়োজিত থাকবে।

জেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুস ছালেক আরো জানান ভোট শান্তিপুর্ন করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কেউ কোন ঝামেলা করার চেষ্টা করলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করবেন বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য ২০১১ সালের ১৩ এপ্রিল সর্বশেষ ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সীমানা নির্ধারনি মামলায় বছরের পর বছর আটকে যায় পৌরসভার নির্বাচন। দীর্ঘদিন নির্বাচন স্থগিত থাকার

কারণে পৌরসেবার মান কমে আসে। নাগরিকরা ঠকমতো সেবা পায় না। নেই কাজের জবাবদিহীতা। চেক জালিয়াতি করে তুলে নেওয়া হয় পৌর ফান্ডের লাখ লাখ টাকা। জালিয়াত চক্রের প্রধানদের সনাক্ত করা গেলেও জড়িতদের এখনো কোন বিচার হয়নি। রাস্তাঘাটের বেহালদশার পাশাপাশি ময়লা, আবর্জনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন নাগরিকদের জন্য খুবই গ্রহনযোগ্য আশার আলো সঞ্চা করেছে বলে সাধারণ ভোটাররা মনে করেন।

কোচাঁদপুর কৃষকের ৫ বিঘা কুমড়া গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

এক কৃষকের ৫ বিঘা ধরন্ত কুমড়া গাছ কেটে দিয়েছেন দুর্বৃত্তরা। এতে করে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক শামীম হোসেন। এ ব্যাপারে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানায় ৭ জনের নামে অভিযোগ করেছেন ওই কৃষক।

ভুক্তভোগী শামীম হোসেন বলেন, উপজেলার সাবদারপুর রেলগেট সংলগ্ন মাঠে আমার ৫ বিঘা কুমড়ার চাষ ছিল। শুক্রবার গভীর রাতে আমার সেই কুমড়া ক্ষেত কেটে দেয়া হয়েছে। কুমড়া গাছ গুলো ছিল ফুলে ফলে ভরা। আমি ইতোমধ্যে বাজারে বিক্রি ও করেছি। গাছগুলো কেটে দেয়ায় আমার ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

তবে আমার ধারনা কাম্প পাড়ার সোহাগ হোসেন, আবুল হোসেন, মানিক হোসেন,সুরুজ আলী, আনিচ হোসেন,জসিম উদ্দিন, নুরু মিয়ারা এ কাজটি করেছেন।

কারন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে আমার পূর্ব শত্রুতা রয়েছে। তারা ছাড়া এ ক্ষতি কেউ করতে পারে না। শামীম আরো বলেন, খবর পেয়ে আমি তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়েছি। এ সব নিয়ে কথা

বললে,তারা আমাকে জীবন নাশের হুমকিও দিয়েছেন। আমি কোন উপায় না পেয়ে, কোটচাঁদপুর থানায় তাদের নামে অভিযোগ করেছি।

বিষয়টি নিয়ে আবুল হোসেন বলেন,সোহাগের সঙ্গে তাঁর গোলযোগ। সোহাগ শামীমের নামে মামলা করেছে। এ সবের জেরে হয়তো নিজেরা গাছ কেটে আমাদের ফাঁশানোর চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, গোল দুই দিন আগে আমারই ১০/১৫ টি কলা গাছ কেটে দিয়েছে কারা। আর আমরা কেন তাঁর গাছ কাটতে যাবো। এটা আমাদের জব্দ করার পরিকল্পনা তাঁর।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক হারুন অর রশিদ জানান,অভিযোগ হয়েছে। যেটি করেছেন সাবদারপুরের শামীম হোসেন। তাঁর ৫ বিঘা কুমড়া ক্ষেত কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪৯তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৩১ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বাহারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া। এসময় উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট ক্লিনিক-ডায়াগনিষ্টিক পরিদর্শন করলেন সিভিল সার্জন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনিষ্টিক সেন্টার পরিদর্শন করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রাণী।

বৃহস্পতিবার সকালে তিনি এ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অ-ব্যবস্থাপনা দেখে অসন্তষ্টি প্রকাশ করেন।

এসময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অভিযুক্ত ক্লিনিক মালিকদের এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লিনিক হাসপাতালের পরিবেশ সহ সার্বিক বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তা না হলে, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এছাড়াও দুটি চক্ষু ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ কৃষ্ণ কমল পাল, এ্যানেথেসিওলজিষ্ট ডাঃ রাইসুল ইসলাম জুয়েল প্রমূখ।